তখন চাপ তৈরি করেছিলেন কেন: ফখরুলকে কাদের

জনগণের জীবন-জীবিকার ওপর সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই– বিএনপি মহাসচিবের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বলেছেন, জীবন ও জীবিকার চাকা সচল রাখতে শেখ হাসিনা সরকার যখন নানামুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন বিএনপি সমালোচনা করেছিল কেন?

‘লকডাউনের জন্য চাপ তৈরি করে মির্জা ফখরুল এখন জনগণের জীবিকার কথা বলছেন’। ওবায়দুল কাদের রোববার রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

বিএনপির বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বলেন, রাস্তায় রাস্তায় মানুষ মরে পড়ে থাকেনি। আর সেটি হয়নি বলেই বিএনপির গাত্রদাহ।
‘সরকারের অবহেলা আর অজ্ঞতার জন্য পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে’- বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনা মহামারীতে বিশ্বের কোন দেশ বিদ্যমান সুবিধা দিয়ে সফলতা পেয়েছে? কোন দেশ হিমশিম খায়নি। সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সংকট মোকাবেলা করে চলেছে।

সাম্প্রতিক করোনা পরীক্ষায় দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা মানুষকে বিস্মিত করেছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী দ্রুততার সঙ্গে তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, শেখ হাসিনার সরকার কোনো অন্যায়কারীকে ছাড় দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না।

কোরবানির পশুর হাট নিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, আসন্ন কোরবানির ঈদে পশুর হাট এবং মানুষের ঈদযাত্রা করোনা সংক্রমণের মাত্রাকে উদ্বেগজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে– বিশেষজ্ঞদের এমন আশঙ্কায় করোনাবিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি কয়েকটি জেলায় পশুর হাট না বসানোর পরামর্শ দিয়েছে। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে এ পরামর্শ খুবই ব্যবহারিক এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ভালো ফল বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে।

তিনি বলেন. যত্রতত্র পশুর হাট বসানো যাবে না, সড়ক-মহাসড়কের ওপর কিংবা পাশে অনুমতি দেয়া যাবে না। কেনাবেচায় কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

বিএনপির ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতি জনগণের কাছে পরিষ্কার: কাদের

বিএনপি বিষোদগার ছাড়া এ সংকটে জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি রোববার রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চরিত্র এবং ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ইতিমধ্যে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বিএনপির বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বলেন, রাস্তায় রাস্তায় মানুষ মরে পড়ে থাকেনি। আর সেটি হয়নি বলেই বিএনপির গাত্রদাহ।

জনগণের জীবন-জীবিকার ওপর সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই– বিএনপি মহাসচিবের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ওবায়দুল কাদের বলেন, জীবন ও জীবিকার চাকা সচল রাখতে শেখ হাসিনা সরকার যখন নানামুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন বিএনপি সমালোচনা করেছিল কেন?

তিনি বলেন, লকডাউনের জন্য চাপ তৈরি করে মির্জা ফখরুল এখন জনগণের জীবিকার কথা বলছেন।

‘সরকারের অবহেলা আর অজ্ঞতার জন্য পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে’- বিএনপি

নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনা মহামারীতে বিশ্বের কোন দেশ বিদ্যমান সুবিধা দিয়ে সফলতা পেয়েছে? কোন দেশ হিমশিম খায়নি। সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সংকট মোকাবেলা করে চলেছে।

সাম্প্রতিক করোনা পরীক্ষায় দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা মানুষকে বিস্মিত করেছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী দ্রুততার সঙ্গে তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, শেখ হাসিনার সরকার কোনো অন্যায়কারীকে ছাড় দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না।

কোরবানির পশুর হাট নিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, আসন্ন কোরবানির ঈদে পশুর হাট এবং মানুষের ঈদযাত্রা করোনা সংক্রমণের মাত্রাকে উদ্বেগজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে– বিশেষজ্ঞদের এমন আশঙ্কায় করোনাবিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি কয়েকটি জেলায় পশুর হাট না বসানোর পরামর্শ দিয়েছে। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে এ পরামর্শ খুবই ব্যবহারিক এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ভালো ফল বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে।

তিনি বলেন. যত্রতত্র পশুর হাট বসানো যাবে না, সড়ক-মহাসড়কের ওপর কিংবা পাশে অনুমতি দেয়া যাবে না। কেনাবেচায় কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

সাহেদরাই আওয়ামী শাসনের নমুনা: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, আওয়ামী জাহেলিয়াতের এই সময়ে ক্ষমতাসীন দলের সরকার ও প্রশাসনের প্রশ্রয়ে

জেকেজি হেলথ কেয়ার কিংবা আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপকমিটির সদস্য সাহেদ করিম চক্রের দৌরাত্ম শুধুমাত্র নগদ অর্থ কেলেঙ্কারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা মানুষের জীবন নিয়েই ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল করোনা পরীক্ষার নকল সনদ দিয়ে। তাদের এই ব্যবসার বলি হচ্ছে জনগণ।

তিনি বলেন, বর্তমান আমলে দুর্নীতি-অনিয়ম-চুরি-বাটপারি যেভাবে নির্বিঘ্নে অবাধ হয়েছে, আওয়ামী শাসন ব্যতিরেকে কখনোই এমন ছিল না। সাহেদরাই বর্তমান আওয়ামী শাসনের নমুনা।

শনিবার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে রিজভী এসব কথা বলেন।

বিএনপির এ নেতা বলেন, করোনার আঘাতে মানুষ চিকিৎসাবঞ্চিত। জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ছুটছেন তারা। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। কত মানুষ মারা যাচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যা নিয়েও জনমনে সন্দেহ রয়েছে।

‘এই দুর্বিসহ সংকটের মধ্যেও চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় করার নামে শতশত কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সরকারি দলের লোকেরা।’

রিজভী বলেন, প্রতিটি দুর্নীতির সঙ্গে সরকার ও প্রশাসনের যোগসূত্র ছিল প্রায় ওপেন সিক্রেট। শুধু তাই নয়, এইসব দুর্নীতিবাজরা ক্ষমতাসীন দলের পদ-পদবিধারী নেতা হওয়ায় সখ্যতা দেখা গেছে প্রভাবশালীদের সঙ্গে।

তিনি বলেন, টকশো’তে এই দুর্নীতিবাজরা বিরোধীদলের মুন্ডুপাত করে আর সরকারের পক্ষে জিগির তুলে। এখানেই শেষ নয়, ভোট চুরি করে নয়, এই সরকারটি গঠিতও হয়েছে জনগণের ভোট ডাকাতি করে। এই সরকার ‘চোর’ নয়। এই সরকার ‘ভোট ডাকাতির সরকার’। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

‘সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ যেন কেউ না করতে পারে সেজন্যই গ্রেফতার’

বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপির বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করা হচ্ছে এ কারণে যে, সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে কেউ যেন টুঁ শব্দ না করতে পারে।

শুক্রবার দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, করোনা মোকাবেলায় সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী সরকার আরও বেশি আগ্রাসী নাৎসিবাদী পথ অবলম্বন করে বিরোধী দলকে নিঃশেষ করার কর্মসূচি দিয়েছে। বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসান মিন্টুকে গ্রেফতার তারই বর্ধিত প্রকাশ।

তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসান মিন্টুকে গ্রেফতার বর্তমান সরকারের এক ঘৃণ্য অপকর্ম। এই সরকারের হাত থেকে বিএনপিসহ বিরোধী দল ও মতের মানুষরা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। অবিলম্বে আকরামুল হাসান মিন্টুর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব।

শিগগিরই সরকারের কুশাসনের মূলোৎপাটন ঘটবে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, সরকারের হাত থেকে বিএনপিসহ বিরোধী দল ও মতের মানুষরা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। সরকারের সর্বগ্রাসী থাবায় নেতাকর্মীদের জেল-জুলুমের শিকার হতে হচ্ছে। সেদিন খুবই নিকটবর্তী যেদিন বর্তমান সরকারের কুশাসন থেকে দেশবাসী রেহাই পাবে।

তিনি বলেন, সরকারি দলের লোকেরা এই করোনাকালেও দুর্নীতি, লুটপাট ও আত্মসাতের কাজে খুব উৎসাহ নিয়ে সারাদেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা এই সব অনাচারের প্রতিফলন প্রতিদিন দেখছি

সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। এই ক্রান্তিকালে দেশকে এক ভয়াবহ অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে তারা। দেশকে বিএনপিশূন্য করাই যেন আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীর এখন প্রধান লক্ষ্য। সূত্র-যুগান্তর

বিএনপি নেতা অ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে জেলা বিএনপির শোক

মুক্তিযোদ্ধা দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক শোকবার্তায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর নীতি ও আদর্শ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শণে গভীরভাবে আস্থাশীল মরহুম আব্দুস সালাম মেহেরপুর জেলা বিএনপি-কে শক্তিশালী, গতিশীল ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন।

এছাড়া বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিকট অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। আমরা তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত হয়েছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের

মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার

আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক

দেশে ভয়াবহ কর্তৃত্ববাদী দুঃশাসন চলছে: ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে ভয়াবহ কর্তৃত্ববাদী দুঃশাসন চলছে। জুলুমবাজ বর্তমান শাসকগোষ্ঠী দেশকে বিরোধী দলমুক্ত করে বাকশালী শাসনকে চিরস্থায়ী করতে চাইছে।

এজন্য করোনাভাইরাসের এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের মাধ্যমে কারান্তরীণ করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য বিরোধী দলের ওপর এই করোনাকালেও ধারাবাহিক নিপীড়ন-নির্যাতনের কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

খুলনা জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক আবু হোসেন বাবুকে গ্রেফতারের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, বুধবার পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার করোনা পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ হলে বৃহস্পতিবার সকালেই পুলিশ তাকে মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় গ্রেফতার করেছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সদ্য সেরে ওঠা করোনা আক্রান্ত রোগীকেও মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করতে দ্বিধা করছে না সরকার। আবু হোসেন বাবু সেই হিংস্র বর্বতারই নির্মম শিকার হলেন।

বিধানানুযায়ী তাকে আরও ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার কথা। অথচ সেটি না করে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অসুস্থ বাবুকে গ্রেফতার সরকারের অবিরাম দমন নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল অবিলম্বে আবু হোসেন বাবুর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা প্রত্যাহার ও নি:শর্ত মুক্তির দাবিও জানান।

সূত্র-যুগান্তর

কোটি কোটি অনাহারী মানুষকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেয়ার বাজেট: ফখরুল

সংসদে পাশ হওয়া ২০২০-২১ সালের বাজেট প্রত্যাখ্যান করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এই বাজেট করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া কোটি কোটি অনাহারী মানুষকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেয়ার বাজেট।

বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বাজেট নিয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরেন মির্জা ফখরুল। এর আগে বুধবার বিএনপির দলীয় সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদের সামনে বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলে প্রতিবাদ জানান।

এই বাজেটে জনগণের নাভিশ্বাস সৃষ্টি হবে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, এবারের বাজেট করোনার সময়ে বীভৎস স্বাস্থ্য সংকটে পড়া মানুষের নাভিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়ার বাজেট। এই বাজেট করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া কোটি কোটি অনাহারী মানুষকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেয়ার বাজেট। এই বাজেট কৃষিকে ধ্বংস করে দেশের খাদ্যনিরাপত্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলার বাজেট। এই বাজেট দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার না করে আরও গভীর মন্দায় ফেলে দেয়ার বাজেট। এই বাজেট দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙে ফেলার বাজেট।

মহামারীকালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ ফখরুলের।

তিনি বলেন, এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবন-জীবিকা রক্ষায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে এ দেশের জনগণের মাঝে সীমাহীন হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের কারণে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতাহীন একটি একদলীয় সরকারের আচরণে কাল্পনিক সাফল্যের দিবাস্বপ্ন দেখানোর অপপ্রয়াসই স্বাভাবিক।

‘জনগণের কাছে ন্যূনতম জবাবদিহিহীন, আমলাচালিত, ক্রোনি ক্যাপিটালিস্ট সরকারের কাছে এমন বাজেটই প্রত্যাশিত’– যোগ করেন ফখরুল।

বিতর্ক এড়াতে তড়িঘড়ি করে এই বাজেট পাস করা হয়েছে বলেও মন্তব্য বিএনপির এই নীতি নির্ধারকের।

মঙ্গলবার বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট জাতীয় সংসদে পাস হয়। পর দিন থেকে এটি কার্যকর করা হয়।

সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর দীর্ঘ আলোচনার ইতিহাস থাকলেও এবার আলোচনা হয়েছে মাত্র দুদিন।

গত ১১ জুন সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে এবার বাজেট অধিবেশন ছিল অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে ভিন্ন।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর পুরো অধিবেশনজুড়ে এর ওপর আলোচনা করে থাকেন সংসদ সদস্যরা। তবে এবার প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা হয়েছে খুব সীমিত আকারে, যা দেশের সংসদীয় ইতিহাসে রেকর্ড।